রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৪ সনের ৩৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৪

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫২৩—৫৩২
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২১৩—১২৪৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭২৭—১৭৬৬
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ আষাঢ় ১৪২১/১৫ জুলাই ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১৪-২৩৮—যেহেতু আপনি জনাব মোঃ সারওয়ার জাহান (৫৬৯১) গত ০২-০৩-২০১১ তারিখ হতে ৩০-০৪-২০১২ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চাঁপাইনবাবগঞ্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে বিজ্ঞ দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১-০৫-১৯৯৪ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪(৫৮২)/বিবিধ নামজারি কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের কোন মতামত/অনুমোদন গ্রহণ না করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার কালইর মৌজার আরএস ১নং খাস খতিয়ানের হাজারদিঘী বদ্ধ জলমহালের অন্তর্ভুক্ত এবং নিয়মিত সায়রাত মহাল হিসেবে ইজারা প্রদানকৃত আরএস ২৪নং দাগের বিল শ্রেণির ৪৫.৩৮ একর সম্পত্তি মিস কেস নং ১০৪/XIII/২০০৭-০৮ এর মাধ্যমে সহিমুদ্দিন দিং নামে ১৯-০৯-২০১১ তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে এবং একই নাচোল উপজেলার আলিস্যাপুর মৌজার আরএস ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত আরএস ৬, ৫২, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭২, ৮৬, ৮৯, ১০০, ১০২, ১২৩, ১২৪ ও ১৩৩ নং দাগের মোট ৫.০২ একর অকৃষি সাধারণের ব্যবহার্য নিরংকুশ সরকারি খাস সম্পত্তি মিস কেস নং ৫৬/XIII/২০০২-০৩ এর মাধ্যমে আব্দুল মালেক দিং নামে ১৯-০৯-২০১১ তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে খতিয়ান সংশোধনপূর্বক খারিজ করে হোল্ডিং চালুকরতঃ খাজনাদি প্রদান/গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাচোলকে আদেশ প্রদান করায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৬-২০১৪ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০. ০০৩. ২০১৪-১৯৩ নং স্মারকে তাঁকে কারণ দর্শনোর নির্দেশ প্রদান করা হয়;

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তিনি গত ১২-০৬-২০১৪ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে গত ০৮-০৭-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত শুনানিতে সরকার পক্ষে মনোনীত কর্মকর্তা জনাব শঙ্কর কুমার বিশ্বাস, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে অজ্ঞতাবশতঃ ১০৪/XIII/২০০৭-০৮ ও ৫৬/XIII/২০০২-০৩ নং মিস কেস দুটিতে বর্ণিত সরকারি খাস সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কোন মতামত/অনুমোদন গ্রহণ না করে ব্যক্তি মালিকানায় খারিজ প্রদানসহ উক্ত জমির খাজনাদি সরকারের অনুকূলে গ্রহণ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাচোলকে আদেশ প্রদান করেছিলেন এবং উক্ত আদেশের আলোকে সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাচোল মিস কেসে বর্ণিত জমির নাম খারিজপূর্বক খাজনা চালু না করায় সরকারি স্বার্থের কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি উল্লেখ করে কৃত অপরাধ স্বীকার করে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলীয় জবাব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সারওয়ার জাহান (৫৬৯১), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চাঁপাইনবাবগঞ্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মিস কেস নং ১০৪/XIII/২০০৭-০৮ ও ৫৬/XIII/২০০২-০৩ এর মাধ্যমে সরকারি খাস সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কোন মতামত/অনুমোদন গ্রহণ না করে ব্যক্তি মালিকানায় খারিজ প্রদানসহ উক্ত জমির খাজনাদি সরকারের অনুকূলে গ্রহণ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাচোলকে আদেশ প্রদান করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১-০৫-১৯৯৪ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪(৫৮২)/বিবিধ নামজারি কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিপত্রের নির্দেশনা লংঘন করে "অসদাচরণ" (Misconduct) এর সামিল অপরাধ করেছেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ সারওয়ার জাহান (৫৬৯১) কৃত অপরাধ স্বীকার করায় সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আনীত ''অসদাচরণ'' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) অনুযায়ী তাকে ''তিরস্কার'' (Censure) সূচক লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ সারওয়ার জাহান (৫৬৯১), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চাপাইনবাবগঞ্জ, বর্তমানে উপসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী ''অসদাচরণ'' (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) অনুযায়ী তাকে ''তিরস্কার'' (Censure) সূচক লঘুদন্ড আরোপ করা হল;

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২০ জৈষ্ঠ্য ১৪২১/০৩ জুন ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০২৪.১৩-১৮৫—যেহেতু বেগম তাসনিম জেবিন বিনতে শেখ (পরিচিতি নং-১৬১৮৬), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিরাজদিখান , মুন্সীগঞ্জ এর বিরুদ্ধে নিরাপত্তাজনিত কারণে এস. এস, সি পরীক্ষা, ২০১৩ এর প্রশ্নপত্রসমূহ যাচাইয়ের সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে অন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে কর্তব্যে চরম অবহেলা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ এর গত ২০-০২-২০১৩ তারিখের ৯৮(১০) নম্বর স্মারকে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করা, একই কার্যালয়ের গত ১৬-০৪-২০১৩ তারিখের ১৫৯(২) নম্বর স্মারকের কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব যথাসময়ে প্রদান না করা, মাতৃত্বজনিত ছুটি না নিয়ে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থেকে ০১-০৪-২০১৩ তারিখ হতে গত ১৫-০৪-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১৫ (পনের) দিন অর্জিত ছুটি চেয়ে গত ২৮-০৩-২০১৩ তারিখে এবং গত ১৬-০৪-২০১৩ তারিখ হতে গত ২৯-০৪-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১৪ (চৌদ্দ) দিন অর্জিত ছুটি চেয়ে গত ৩০-০৪-২০১৩ তারিখে আবেদন করা, ক্রমাগতভাবে ঘুষ ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা এবং ঘুষ ও দুর্নীতির অভিপ্রায়ে মাতৃত্বজনিত ছুটি ভোগ না করার অভিযোগে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এ অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৫-১২-২০১৩ তারিখের ০৫.০০. ০০০০.১৮১.২৭.০২৪.১৩-৪৮২ নম্বর স্মারকযোগে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২০-০৩-২০১৪ তারিখ কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮-০৫-২০১৪ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম তাসনিম জেবিন বিনতে শেখ (পরিচিতি নং-১৬১৮৬) তাঁর প্রদত্ত লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে তাঁর অবস্থান ও সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। শুনানিতে তিনি জানান যে, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৩ মোতাবেক তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে প্রশ্নপত্র যাচাইয়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন। অর্জিত ছুটিতে থাকার কারণে তিনি জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ এর কারণ দর্শানো নোটিশ যথাসময়ে পাননি বিধায় তার জবাব দিতে পারেন নি বলে জানান। তিনি আরও বলেন যে, অর্জিত ছুটিতে থাকার কারণে তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটির জন্য আবেদন করতে পারেন নি। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ সঠিক নয় মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এ ছাড়া, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অন্যান্য অভিযোগও সঠিক নয় মর্মে তিনি উল্লেখ করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিরাপত্তাজনিত কারণে এস. এস. সি পরীক্ষা ২০১৩ এর প্রশ্নপত্রসমূহ যাচাইকালে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ব্যক্তিগতভাবে

উপস্থিত থেকে উক্ত প্রশ্নপত্রসমূহ যাচাই করার জন্য জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু তিনি উক্ত প্রশ্নপত্র যাচাইকালে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে ও নিজ কর্তব্যে চরম অবহেলা প্রদর্শন করে অন্য একজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিয়ে উক্ত প্রশ্নপত্রসমূহ যাচাইয়ের কাজ সম্পাদন করিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তিনি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন নি। জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা প্রদর্শন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে তাঁকে জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ এর কার্যালয় হতে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে যথানিয়মে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্ত কারণ দর্শানো নোটিশ প্রাপ্তির পরও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জবাব দেন নি। এ ছাড়া, প্রাপ্যতা থাকার পরও তিনি দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের অভিপ্রায়ে মাতৃত্বজনিত ছুটি গ্রহণ করেন নি যা অস্বাভাবিক এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম তাসনিম জেবিন বিনতে শেখ (পরিচিতি নং-১৬১৮৬) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, বেগম তাসনিম জেবিন বিনতে শেখ (পরিচিতি নং-১৬১৮৬), এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৭(২)(বি) অনুসরণক্রমে বিধি ৪(বি) মোতাবেক "একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এক বছরের জন্য স্থগিত রাখার (Withholding of an increment for one year)" লঘুদন্ড প্রদান করা হল। ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১৮.১৩-১৮৬—যেহেতু জনাব মোহাঃ হারুন-অর-রশীদ (পরিচিতি নং-১৫৪১১), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), মিঠাপুকুর, রংপুর এর বিরুদ্ধে মিঠাপুকুর থানার জায়গীরহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের স্মারক নং-৩৫, তারিখ: ২২-০৪-২০১২ এর মূলপত্রটি হারিয়ে যাওয়ার তথ্য এবং অফিস সহকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অফিস হতে কার্বন কপি সংগ্রহের বিষয়টি নথির নোটশিটে উল্লেখ না করা, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা জনাব আমিরুল ইসলামকে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা নং-৪২, তারিখ: ২২-০৫-২০১২ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সুবিধা করে দেওয়ার নিমিত্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে গত ২০-০৫-২০১২ তারিখে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রংপুর বরাবর প্রতিবেদন পাঠানোর নিমিত্ত পত্রে স্বাক্ষর করে গত ২৩-০৫-২০১২ তারিখের স্মারকে প্রেরণ করা, মূলপত্র হারিয়ে ফেলার দায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের অফিস সহকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে দাপ্তরিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে দায়িত্বে অবহেলা করা ইত্যাদি অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন হতে বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য অনুরোধ করা হয়। এ অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩ (বি) অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৭-০২-২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১৮.১৩-৭৩ নম্বর স্মারকযোগে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১৯-০৩-২০১৪ তারিখ কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮-০৫-২০১৪ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি বেগম তনিমা তাসমিন (পরিচিতি নং-১৫১৩৫), অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর জানান যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাঃ হারুন-অর-রশীদ (পরিচিতি নং-১৫৪১১) কর্তৃক ৩০-০৮-২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলামকে সংশ্লিষ্ট পত্রটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে উদ্ধার হওয়ায় তার কারণ দর্শাতে বলা হয় ও ০৭-০২-২০১৩ তারিখে উক্ত অফিস সহকারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করার জন্য জেলা প্রশাসক, রংপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। তিনি আরও জানান যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে এ বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাঃ হারুন-অর-রশীদ (পরিচিতি নং-১৫৪১১) তাঁর প্রদত্ত লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে তাঁর অবস্থান ও সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। তিনি বলেন যে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সাময়িক দায়িত্বে থাকা অবস্থায় অফিস সহকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম গত ২০-০৫-২০১২ তারিখে একটি পত্রের ছায়ালিপি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রংপুর বরাবর প্রেরণের জন্য নথিতে উপস্থাপন করেন। জিজ্ঞাসাবাদে অফিস সহকারী মূলকপি হারিয়ে যাওয়ায় তিনি নিজেই ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে মূল কপির ছায়ালিপি সংগ্রহ করেছেন মর্মে স্বীকার করায় এ বিষয়ে তাঁকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে ২০-০৫-২০১২ তারিখ তিনি নথিতে ও পত্রে স্বাক্ষর করেন। উক্ত পত্রটি সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী কর্তৃক ২৩-০৫-২০১২ তারিখের স্মারক নম্বর দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুরে প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া, গত ২২-০৫-২০১২ তারিখে জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, জায়গীরহাট, দুদক কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের দায়ে গ্রেফতার হলে বিষয়টি তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে ও পরবর্তীতে যথাক্রমে ২৩-০৫-২০১২ ও ২৯-০৫-২০১২ তারিখে লিখিতভাবে জেলা প্রশাসক, রংপুরকে জানান। পরবরর্তীতে দুর্নীতি দমন কমিশন তাঁকে উক্ত মামলার তদন্তকাজে সহযোগিতার জন্য ডাকলে ২৭-০৮-২০১২ তারিখে তিনি জানতে পারেন যে, হারিয়ে যাওয়া উক্ত মূল পত্রটি দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ২২-০৫-২০১২ তারিখ জায়গীরহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে জব্দ করা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি এ ব্যাপারে অফিস সহকারী জনাব নজরুল ইসলামকে কারণ দর্শিয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, রংপুর বরাবর পত্র দেন। উক্ত বিভাগীয় মামলা বর্তমানে চলমান আছে। এ ছাড়া, জনাব মোঃ আমিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দুদকের মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা নিজেকে একজন স্বাক্ষী হিসেবে দাবি করে সার্বিক বিষয় বিবেচনাপূর্বক বর্ণিত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, জায়গীরহাট জনাব মোঃ আমিরুল ইসলামকে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গ্রেফতারের বিষয়টি যথাসময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। দাপ্তরিক মূল পত্র হারিয়ে যাওয়া এবং তা পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, জায়গীরহাটের নিকট থেকে ২২-০৫-২০১৪ তারিখ উদ্ধারের বিষয় অবহিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ (পরিচিতি নং-১৫৪১১) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি।

সেহেতু, জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ (পরিচিতি নং-১৫৪১১), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর, রংপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)"এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ জৈষ্ঠ্য ১৪২১/২৬ মে ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০৩.১৩-৩০৩—যেহেতু জনাব মোঃ আতিক এস. বি সাত্তার (১৭২২২), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট (প্রাক্তন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী)-কে গত ১৬-০৪-২০১৩ তারিখ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহীর ০০.০০.৮১০০.০১৭.১১.০৩৯.১৩-৩৬৭ নং স্মারকে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রাজশাহী জেলার বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন ১৪৫৯টি মামলায় জব্দকৃত আলামত এর মধ্যে নমুনা রেখে বাকী মালামাল ধ্বংস করতঃ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। দায়িত্ব পাওয়ার মাসাধিককাল অতিবাহিত হলেও তিনি তা ধ্বংস না করেই তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী জনাব সঞ্জয় চক্রবর্তীর মৌখিক আদেশ পালন করে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে উক্ত মালামাল ধ্বংস করা হয়েছে মর্মে মিথ্যা প্রতিবেদন দেন। এছাড়া গত ১৫-৭-২০১৩ তারিখ উক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী কর্তৃক নিয়োগকৃত তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর নিকট দাখিলকৃত লিখিত বক্তব্যে তিনি স্বীয় দোষ স্বীকার করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৪-০৩-১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭. ০০৩.১৩-১৩৪ নম্বর স্মারকমূলে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ০২-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ কৈফিয়ত তলবের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, শুনানীতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা স্বীয় দোষ স্বীকার করেন এবং জানান যে, ঘটনার সময় তাঁর চাকরির বয়স ছিল মাত্র ০৪ (চার) মাস। পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর তাৎক্ষণিক আদেশে তাঁর সামনে বসে পিছনের ০৬-০৫-২০১৩ তারিখ উল্লেখ করে স্বাক্ষরগুলো করতে বাধ্য হন। তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে অনভিজ্ঞতাজনিত গাফিলতির জন্য অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, শুনানীকালে প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তি, প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ও ঘটনা প্রবাহ পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, ঘটনার সময় অভিযুক্ত কর্মকর্তার চাকরিতে স্বল্প অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থণা করায় এবং এটি তাঁর কৃত ১ম অপরাধ বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধির অনুসরণে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) মোতাবেক তার "০২(দুই)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত (Withholding of 02 increments for 02 (two) years)" রাখার লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু জনাব মোঃ আতিক এস. বি সাত্তার (১৭২২২), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট (প্রাক্তন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) মোতাবেক তাঁর "০২(দুই)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত (Withholding of 02(two) increments for 02 (two) years)" রাখার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২০ জৈষ্ঠ্য ১৪২১/০৩ জুন ২০১৪

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০১৫.২০১৩-২১৬—যেহেতু জনাব মোঃ সাজেদুর রহমান (পরিচিতি নং-১৫৪৮০), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম গত ১৩-০৬-২০১০ তারিখ হতে ২৮-১২-২০১১ তারিখ পর্যন্ত বটিয়াঘাটা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বটিয়াঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পদটি শূন্য থাকায় তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন রাঙ্গেমারী মৌজার ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত ২৪১২নং দাগের ২.৩৯ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় নামপত্তন ও খতিয়ান প্রদানের নিমিত্ত নামজারী কেস সৃজন করে। নামজারীর আবেদন ও নামজারী মামলা নিস্পত্তি করার যথাযথ প্রক্রিয়া ও প্রযোজ্য সরকারি বিধি-বিধান অবলম্বন না করে নামজারী মামলাটি সম্পাদন করে খতিয়ান প্রদান করতঃ সরকারি সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান করে করাদি প্রদানে নির্দেশনা দেয়ার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) এবং ৩(ডি) অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণ (Corruption)" এর অভিযোগের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১২-০১-২০১৪ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিত গত ০৫-০২-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেগম শামিমা ইয়াছমিন, যুগ্মসচিব (তদন্ত-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে বিভাগীয় মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা যথাযথ প্রক্রিয়া ও প্রযোজ্য সরকারি বিধি-বিধান অমান্য করে নামজারী মামলা নিষ্পত্তি করে খতিয়ান প্রদান করতঃ সরকারি সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান করে করাদি দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। উপরন্তু তিনি খতিয়ানে প্রদত্ত স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরের বিষয় বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য প্রদান করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করায় জনাব মোঃ সাজেদুর রহমান (পরিচিতি নং-১৫৪৮০) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা একজন সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদের কর্মকর্তা হয়েও বিধিবিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে চরম অবহেলা করেছেন। সে প্রেক্ষিত তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক তাঁর বেতন স্কেলের ০২ (দুই) ধাপ নিম্নে ০২ (দুই) বছরের জন্য অবনমিত করার লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ সাজেদুর রহমান (পরিচিতি নং-১৫৪৮০), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক তাঁর বেতন স্কেলের ০২ (দুই) ধাপ নিম্নে ০২ (দুই) বছরের জন্য অবনমিত করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২১ শ্রাবণ ১৪২১/০৫ আগস্ট ২০১৪

নং **০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৯.২০১৩-৩০৬**—যেহেতু, জনাব এ. কে. এম শওকত আলম মজুমদার (১৫১৯৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রৌমারী, কুড়িগ্রাম বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ গত ৩১-০৫-২০০৯ তারিখ হতে ৩০-০৪-২০১২ তারিখ পর্যন্ত রৌমারী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রৌমারী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে অস্বচ্ছ ও অবৈধ পন্থায় উপজেলা পরিষদের ০৪(চার) জন কর্মচারীর (একজন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, একজন ড্রাইভার ও দুই জন এম.এল.এস.এস) নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা লঙ্ঘন করে কোনরূপ যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা গ্রহণ না করে কেবলমাত্র অবৈধভাবে গঠিত বাছাই কমিটির ০২-০৩-২০১২ তারিখের সভা দেখিয়ে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার অভিযোগে সরকারী কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এবং ৩(ডি) অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতি (Corruption)" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৪-০৯-২০১৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৫-০২-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেগম শামিমা ইয়াছমিন, যুগ্মসচিব (তদন্ত-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে বিভাগীয় মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ২২-০৫-২০১৪ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, জনাব এ. কে. এম শওকত আলম মজুমদার (১৫১৮৯) কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন উপজেলা পরিষদের ০৪(চার) জন কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে তাঁকে আহ্বায়ক করে ২৯-০৬-২০১১ তারিখ ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর ২টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি এবং প্রার্থীদের বরাবরে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করলেও প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ না করে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন করেন। পুরো প্রক্রিয়াটিকে বৈধতা দানের জন্য গত ০২-০২-২০১২ তারিখ সভা দেখান এবং বাছাই কমিটির কার্যবিবরণীতে কমিটির অন্যান্য সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্তের জবাব, দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৯-০৬-২০১১ তারিখ সম্পূর্ণ একক নিয়ন্ত্রণে ও অংশগ্রহণে, বাছাই কমিটির বাকি ৩ সদস্যকে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রমে জড়িত না করে রৌমারী উপজেলা পরিষদের কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদ কর্মচারী (নিয়োগ) বিধিমালা, ২০১০ এর নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(এ) অনুযায়ী তাঁকে লঘুদণ্ড "তিরস্কার (Censure)" প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব এ. কে. এম শওকত আলম মজুমদার (১৫১৯৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রৌমারী, কুড়িগ্রাম বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(এ) অনুযায়ী লঘুদণ্ড "তিরস্কার (Censure)" প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

পরিবহন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ শ্রাবণ ১৪২১/২৩ জুলাই ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১২১.০২৬.০৪.১৩.৪৪২—প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা পরীক্ষান্তে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি নিম্নবর্ণিতভাবে পুনর্গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(ক) অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;

সদস্যবৃন্দ

(খ) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিচালক (সড়ক); এবং

সদস্য-সচিব

(চ) উপ-সচিব (পরিবহন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহমুদা খাতুন
উপ-সচিব।

সওব্য-১(২) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ শ্রাবণ ১৪২১/১৬ জুলাই ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৫১.২৮.০০৪.১৪-১৭২—মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো (Table of Organization and Equipment-TO&E)) হালনাগাদ করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো ঃ

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (সওব্য)

সদস্যবৃন্দ

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর প্রতিনিধি

(৩) অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের)

(৪) সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের প্রনিতিধি

সদস্য-সচিব

(৫) সওব্য অনুবিভাগের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার যুগ্ম সচিব/ উপসচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার বিদ্যমান টিওএন্ডই হালনাগাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) প্রচলিত আইন, নীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণ করে (টিওএন্ডই) হালনাগাদ করা।

(গ) টিওএন্ডই হালনাগাদ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে করণীয় নির্ধারণ করা।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নীতিশ চন্দ্র সরকার
উপসচিব।

কল্যাণ শাখা

আদেশ

তারিখ, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/০১ জুন ২০১৪

নং ০৫.১২৩.০১৪.০০.০০.০২৪.২০১০(অংশ)-১৬৩—আদিষ্ট হয়ে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৪১টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী)	পদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
(১)	তত্ত্বাবধায়ক	২৫৭৫০—৩৩৭৫০	১(এক)টি
(২)	সিনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনোকোলজি-১, মেডিসিন-২, কার্ডিওলজি-১, আই-১, চর্ম ও যৌন-১, সার্জারি-২, ইমার্জেন্সি এন্ড ক্যাজুয়ালিটি-১, ইএনটি-১, অর্থোপেডিক-১, পেডিয়াট্রিকস-১, প্যাথোলজি-১, এনেসথেসিওলজি-১, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং-১)	২২২৫০—৩১২৫০	১৫(পনের)টি

১	২	৩	৪
(৩)	জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনোকোলজি-১, মেডিসিন-২, কার্ডিওলজি-১, আই-১, চর্ম ও যৌন-১, সার্জারি-২, ইএনটি-১, অর্থোপেডিক-১, ব্লাড ব্যাংক-১, পেডিয়াট্রিকস-১, প্যাথোলজি-১, এনেসথেসিওলজি-২, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং-২)	১৮৫০০—২৯৭০০	১৭(সতের)টি
(৪)	আবাসিক সার্জন (সার্জারি-২, ইমার্জেন্সি এন্ড ক্যাজুয়ান্টি-১)	১২০০০—২১৬০০	৩(তিন)টি
(৫)	সহকারী রেজিস্ট্রার (গাইনোকোলজি-২, মেডিসিন-২, সার্জারি-২, ইএনটি-১, অর্থোপেডিক-১, পেডিয়াট্রিকস-১, কার্ডিওলজি-১, আই-১)	১১০০০—২০৩৭০	১১(এগার)টি
(৬)	মেডিকেল অফিসার (ইনডোর এন্ড আউটডোর) (গাইনোকোলজি-৩, মেডিসিন-৩, আই-১, স্কিন এন্ড ভিডি-১, সার্জারি-৩, ইমও-৪, ইএনটি-১, অর্থোপেডিক-১, ব্ল্যাড ব্যাংক-১, পেডিয়াট্রিকস-৩, ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজিস্ট-২, এনেসথেসিওলজি-২, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং-২, ডেন্টাল সার্জন-২)	১১০০০—২০৩৭০	২৯(ঊনত্রিশ)টি
(৭)	মেট্রোন	১১০০০—২০৩৭০	১(এক)টি
(৮)	সমাজ কল্যাণ অফিসার	৮০০০—১৬৫৪০	১(এক)টি
(৯)	পুষ্টিবিদ	১১০০০—২০৩৭০	১(এক)টি
(১০)	সহকারী প্রোগ্রামার	১১০০০—২০৩৭০	১(এক)টি
(১১)	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১১০০০—২০৩৭০	১(এক)টি
(১২)	জুনিয়র হেলথ এডুকেশন অফিসার	৮০০০—১৬৫৪০	১(এক)টি
(১৩)	পরিসংখ্যান অফিসার	১১০০০—২০৩৭০	১(এক)টি
(১৪)	কম্পিউটার অপারেটর	৫৫০০—১২০৯৫ ৬৪০০—১৪২৫৫ (বিভাগীয় প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ সাপেক্ষে)	২(দুই)টি
(১৫)	পরিসংখ্যান সহকারী	৫২০০—১১২৩৫	১(এক)টি
(১৬)	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪৭০০—৯৭৪৫ ৫২০০—১১২৩৫ (বিভাগীয় প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ সাপেক্ষে)	১(এক)টি
(১৭)	স্টোর কিপার	৮০০০—১৬৫৪০	১(এক)টি
(১৮)	নার্সিং সুপারভাইজার	৮০০০—১৬৫৪০	৩(তিন)টি
(১৯)	সিনিয়র স্টাফ নার্স	৮০০০—১৬৫৪০	৪০(চল্লিশ)টি
(২০)	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	৫৫০০—১২০৯৫	১(এক)টি
(২১)	ক্যাশিয়ার	৫২০০—১১২৩৫	১(এক)টি
(২২)	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(২৩)	স্টোর কিপার	৫২০০—১১২৩৫	১(এক)টি
(২৪)	হেলথ এডুকেটর	৬৪০০—১৪২৫৫	১(এক)টি
(২৫)	ফার্মাসিস্ট	৬৪০০—১৪২৫৫	৩(তিন)টি
(২৬)	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব-২, ডেন্টাল-২, রেডিওলজি-২, ব্লাড ব্যাংক-২, প্যাথলজি-১)	৬৪০০—১৪২৫৫	৯(নয়)টি

১	২	৩	৪
(২৭)	পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫৫০০—১২০৯৫	১(এক)টি
(২৮)	হিসাব রক্ষক	৫২০০—১১২৩৫	১(এক)টি
(২৯)	ইডিডি ক্লার্ক	৫২০০—১১২৩৫	১(এক)টি
(৩০)	স্টুয়ার্ড	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(৩১)	ওয়ার্ড মাস্টার	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(৩২)	ইলেকট্রো মেকানিক	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(৩৩)	টেলিফোন অপারেটর	৪৭০০—৯৭৪৫	২(দুই)টি
(৩৪)	রেকর্ড কিপার	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(৩৫)	হিসাব সহকারী	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(৩৬)	ডায়েট এসিস্ট্যান্ট	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(৩৭)	স্টোর এসিস্ট্যান্ট	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(৩৮)	টিকেট ক্লার্ক	৪৭০০—৯৭৪৫	৩(তিন)টি
(৩৯)	নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪৫০০—৯০৯৫	১(এক)টি
(৪০)	ইলেকট্রিশিয়ান	৪৫০০—৯০৯৫	১(এক)টি
(৪১)	জুনিয়র মেকানিক	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(৪২)	আর্টিষ্ট	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(৪৩)	স্ট্রেরিলাইজার অপারেটর	৪৭০০—৯৭৪৫	১(এক)টি
(৪৪)	ক্যাশ সরকার	৪২৫০—৮১৪০	১(এক)টি
(৪৫)	ইপিআই টেকনিশিয়ান	৬৪০০—১৪২৫৫	১(এক)টি
(৪৬)	ড্রাইভার	৮৬০৫ (সাকুল্যে)	৪(চার)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৪৭)	লিফট অপারেটর	৮১১০ (সাকুল্যে)	৩(তিন)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৪৮)	বার্তা বাহক	৭৭৫০ (সাকুল্যে)	২(দুই)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৪৯)	অফিস সহায়ক	৭৭৫০ (সাকুল্যে)	১০(দশ)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৫০)	ওয়ার্ড বয়	৭৭৫০ (সাকুল্যে)	১০(দশ)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৫১)	আয়া	৭৭৫০ (সাকুল্যে)	১০(দশ)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৫২)	মালী	৭৭৫০ (সাকুল্যে)	২(দুই)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৫৩)	বাবুর্চি	৭৭৫০ (সাকুল্যে)	৩(তিন)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৫৪)	ডার্ক রুম অপারেটর	৮১১০ (সাকুল্যে)	২(দুই)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৫৫)	ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট	৭৯০০ (সাকুল্যে)	২(দুই)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য

১	২	৩	৪
(৫৬)	ওটি এ্যাটেনডেন্ট	৭৯০০ (সাকুল্যে)	৫(পাঁচ)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৫৭)	ইসিজি টেকনিশিয়ান	৮৬০৫ (সাকুল্যে)	১(এক)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৫৮)	ওটি টেকনিশিয়ান	৮৬০৫ (সাকুল্যে)	২(দুই)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৫৯)	নিরাপত্তা প্রহরী	৭৭৫০ (সাকুল্যে)	৫(পাঁচ)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য
(৬০)	পরিচ্ছন্ন কর্মী	৭৭৫০ (সাকুল্যে)	১০(দশ)টি আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুসারে পূরণযোগ্য

সর্বমোট=২৪১ (দুইশত একচল্লিশ)টি

২। এ আদেশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০৩-০৫-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১নং আদেশের ভিত্তিতে জারি করা হলো।

৩। উল্লিখিত পদগুলোর ব্যয়ভার সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বাজেটের যথাযথ খাত হতে বহন করা হবে।

৪। এ পদগুলো সংরক্ষণের বিষয়ে অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৬ অধিশাখার ০৭.১৫৬.০১৫.৪৫.০২.১০.২০১৩ নং নথিতে সম্মতি রয়েছে।

৫। নতুন সৃজিত পদগুলো স্থায়ী/অস্থায়ী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত করতে হবে।

৬। এতদ্‌সংক্রান্ত সরকারি সকল বিধি-বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মাঠ প্রশাসন ৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/০৫ জুন ২০১৪

নং **০৫.০০.০০০০.১৪১.২৭.০১৯.১৪.১০০**—যেহেতু, জনাব আবু জাফর রাশেদ (১৬০০১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ময়মনসিংহ-এর নারী ও শিশু মামলা নং ৩১২/১৪ এ গত ১২-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে জামিনে রয়েছেন;

সেহেতু, বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুসারে জনাব আবু জাফর রাশেদ (১৬০০১)-কে ১২-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৫৬/৮৩-৪৪১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব আনোয়ার হোসেন, পিতা মৃত ইউসুফ আলী, গ্রাম আপরকাঠি, ডাকঘর আড়িয়ল, উপজেলা টংগিবাড়ী, জেলা মুন্সীগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগিবাড়ী উপজেলার ১২ নং আড়িয়ল ইউনিয়ন এলাকার জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মুহাম্মদ লুৎফুল মজীদ নয়ন
সিনিয়র সহকারী সচিব (ভারপ্রাপ্ত)।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ ভাদ্র ১৪২১/২৪ আগস্ট ২০১৪

নং **৪৬.০৬৩.০৩২.০১.০০.০০২.২০১১-১১৪৫**—বগুড়া পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব শাহ লুৎফর রহমান আলাল এর মৃত্যুর কারণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১)(চ) মতে সরকার উল্লিখিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের পদটি শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
উপসচিব।